FEB. 1 2 2001

তারিখ ... ...
পৃঃ ৭ কলাম ৬....

দৈনিক ইনকিলাব

মোহাম্মদপুরে বন্ধ করে দেয়া মাদ্রাসায় লাখ লাখ টাকা লুটপাটের অভিযোগ
ঢাকাসহ সারাদেশে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের নির্যাতনের হুমকি

অলিউল্লা নোমান ॥ মোহাম্মদপুরে ৪টি মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার পর সরকার ঢাকা শহরের মাদ্রাসাগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার কৌশল নিয়েছে। পুলিশ ও সরকারী দলের স্থানীয় নেতা ও প্রভাবশালী সন্ত্রাসীরা ঢাকার বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের সরকারবিরোধী কোন রকমের কর্মসূচীতে অংশ না নেয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে। মাদ্রাসাগুলোতে যারা সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদেরও নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। একই সাথে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের প্রতি সতর্ক নজর রাখছে। গতকাল রবিবার ঢাকার একাধিক মাদ্রাসায় গিয়ে এবং বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে। গ্রেফতার, নির্যাতন ও হয়রানির ভয়ে বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষক ও

২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের নির্যাতনের হুমকি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গত ৩ ফেব্রুয়ারী ওলামা মাশায়েখদের ডাকে হরতালের সময় মোহাম্মদপুরে একটি ঘটনায় একজন পুলিশ নিহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকার ঢাকা শহরের মাদ্রাসাগুলোতে ছাত্র-শিক্ষকদের বিভিন্ন রকমের হুমকি দিচ্ছে। সরকারবিরোধী কোন রকমের কর্মসূচীতে অংশ নিলে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হবে, জননিরাপত্তা আইনে মামলা দেয়া হবে– এই হুমকি দিচ্ছে স্থানীয় সরকারী দলের নেতা ও প্রভাবশালী চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা। এ বিষয়ে কোন পত্রিকার সাংবাদিকের সাথে কথা বললেও একই পরিণতির হুমকি দেয়া হচ্ছে।

এদিকে মোহাম্মদপুরে বন্ধ করে দেয়া নূরানী তা'লীমুল কোরআন বোর্ড-এর একজন পরিচালক এ প্রতিবেদককে জানান, গত ৩ ফেব্রুয়ারীর পর থেকে মাদ্রাসাটি পুলিশ ও সরকারী দলের স্থানীয় সন্ত্রাসীদের দখলে রয়েছে। মাদ্রাসার মূল্যবান আসবারপত্র, এমনকি সিলিং ফ্যান পর্যন্ত লুটপাট হয়ে গেছে। এছাড়া নূরানী তা'লীমুল কোরআন বোর্ডের দফতরে রাখা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮ লাখ টাকাসহ কম্পিউটারও লুটপাট হয়েছে বলে তিনি জানান।

পুলিশ ও সরকারী দলের বন্ধ করে দেয়া জামেয়া মোহাম্মদীয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার দফতর এবং ছাত্রদের ট্রাংক-এ রাখা টাকা পয়সা ও মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট হয়ে গেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবী করেছে। মাদ্রাসাগুলোতে অধিকাংশ ছাত্রই ছিল গরীব এবং এতিম। তাদের আসবাবপত্র এবং টাকা পয়সা লুটপাট হয়ে যাওয়ায় অনেকেই নিঃস্ব হয়ে গেছেন। মোহাম্মদপুর তাজমহল রোডের হাবীবুল্লাহ চৌধুরী এক লিখিত বক্তব্য দিয়ে বন্ধ মাদ্রাসাগুলো খুলে দেয়ার দাবী জানিয়ে বলেন, সরকার মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দখল করে রেখেছে। আবাসিক ছাত্র ও শিক্ষকদের মূল্যবান টাকা পয়সা ও মূল্যবান আসবাবপত্র লুটপাট হয়ে গেছে। একইভাবে ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন মাদ্রাসায় সরকার ও সরকার দলীয় লোকজন হুমকি দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ৭ ফেব্রুয়ারী নরসিংদী শহরের দত্তপাড়া দারুল উলুম মাদ্রাসা, গাবতলী জামেয়া কাশেমিয়া মাদ্রাসা, বৌয়াকুড় মাদ্রাসা ও শাহ প্রতাপ মাদ্রাসাসহ ৪টি মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক এবং শাহ প্রতাপ গ্রামের ৬ হাজার লোকের নামে সরকার জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী আইন বাস্তবায়ন পরিষদের আন্দোলন দমন করতে সরকার ধর্মদ্রোহী এনজিওদের উস্কানিতে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর এই দমন-নিপীড়ন অভিযান চালাচ্ছে।